সমস্যায় জর্জরিত মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজ

মীর আনোয়ার হোসেন টুটুল

প্রোফাইল

অন্তহীন সমস্যার আবর্তে ঘেরা টাঙ্গাইলের মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজ। নানাবিধ সমস্যা থাকার ফলে কলেজে অধ্যয়নরত প্রায় ১৬শ' ছাত্রছাত্রী সুষ্ঠু পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারছে না। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর একটি অতি জনপ্রিয় এলাকা; কিন্তু উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভাল কোন প্রতিষ্ঠান আজও গড়ে ওঠেনি। মির্জাপুর বাজার, বাইমহাটি, পোস্টকামুরী, গোড়াইল এবং সাহাপাড়ার কতিপয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এবং উপমহাদেশের প্রখ্যাত দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার উদ্যোগে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক সংলগ্ন মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৭০ সালে। মাত্র ১০/১২ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে হাঁটিহাঁটি পা পা করে এ কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। তখন ছিল একটি টিনের ঘর। আস্তে আস্তে এর লেখাপড়ার প্রসার বাড়তে থাকায় এলাকার লোকজন অনুদানের হাত বাড়িয়ে দেন। তদানীন্তন সরকার এবং দানবীর আর পি সাহার সাহায্য আর আশপাশের এলাকার শিক্ষানুরাগীদের সার্বিক সহায়তায় একটি দ্বিতল ভবন স্থাপিত হয়। মির্জাপুর এলাকার লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখের ওপরে; কিন্তু এ বিপুল সংখ্যক লোকজনের উচ্চশিক্ষার স্থান একমাত্র মির্জাপুর কলেজ। নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। প্রতি বছর ফলাফলের দিক দিয়ে এ কলেজ ভাল করলেও উন্নয়ন বলতে তেমন কিছুই হয়নি। ২৫/৩০ বছর আগে স্থাপিত দ্বিতল ভবনটিতে ফাটল ধরেছে। ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করতে গেলে ওপর থেকে ইট, বালি ধসে মাথায় পড়ে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ ও কক্ষ না থাকায় অধিকাংশ সময় ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়িয়ে ক্লাস করে। ওপরের তলা ও নিচতলায় দরজা জানালা নেই বললেই চলে। ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য নেই কোন মাঠ। একটি গাড়ি বা মাইক্রো নিয়ে কোন অতিথি আসতে পারেন না ভাল একটি রাস্তার অভাবে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য এবং কৃষি বিজ্ঞান শাখা রয়েছে। কৃষি বিজ্ঞান, বাইওলোজি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো প্রাকটিক্যাল ক্লাস করতে পারছে না দীর্ঘদিন ধরে। শিক্ষকদের জন্য নেই কোন আবাসিক ভবন। এ কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী ৬৫ জন।

পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজের ছাত্রাবাসে এখন গরু-ছাগল চড়ে বেড়াচ্ছে

গ্যাস, পানির সমস্যাও রয়েছে। কলেজে ছাত্র রাজনীতি থাকলেও তাদের নিজস্ব কোন ভবন না থাকায় কলেজের একটি কক্ষে কোন রকমে তারা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে বলে নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে জানা গেছে।

মির্জাপুর কলেজের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসের অভাবে দূর থেকে আসা ছাত্ররা নিয়মিত ক্লাস করতে পারছে না বলে একাদশ শ্রেণীর বাণিজ্য শাখার ছাত্র জুয়েল রানা এবং বি.কম শাখার ছাত্র অরুণ সরকার জানালো। একটি মাত্র টিনের ঘর, তাও মেরামতের অভাবে এখন সেখানে গরু-ছাগলের বসবাস। ছাত্রী হোস্টেলের কোন ব্যবস্থা নেই। ছাত্রছাত্রীরা প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্থানীয় সংসদ সদস্য একাব্বর হোসেন এবং সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকীর কাছে আবেদন করেছেন অচিরেই যেন মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজে ছাত্রছাত্রীদের পৃথক হোস্টেল নির্মাণ করে দেয়া হয়।

কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ এম মতিয়ার রহমান, উপাধ্যক্ষ হারুনর রশিদসহ ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন কলেজের বিভিন্ন সমস্যা দূর করার জন্য। ইতোমধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গেট নির্মাণসহ শ্রেণী কক্ষে চুন কাম করার কাজ হাতে নিয়েছেন; কিন্তু এসব কাজ করতে গেলে বিশাল অঙ্কের টাকা দরকার। বর্তমান সরকার যদি এ কলেজের দিকে একটু সুনজর দেন তবেই মির্জাপুর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা দূর হতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস।